আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত ৩২টি নাম যেমন বিচারের দিন, আখিরাত, কিয়ামত ইত্যাদি।"**

মুসলমানদের অনেকেই প্রতিদিন ফরজ, সুন্নাত, নফল,
তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সালাত মিলিয়ে প্রায় ৫০ রাকাত সালাত আদায় করে থাকেন।
অর্থাৎ ৫০ বার সূরা ফাতেহা পড়তে হয়।৫০ বার পড়তে হয় مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ অর্থাৎ প্রতিফল দিবসের মালিক।
সালাত আদায়ের সময় আয়াতগুলো স্পষ্ট উচ্চারণ করে অর্থের দিকে খেয়াল রেখে ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করা উচিত।
খুশু خ ش ع খুযুর خ ض ع সাথে বিনীতভাবে সালাত আদায় করা আল্লাহর পছন্দনীয়।
আযাবের আয়াত যখন পড়া হবে তখন যেন মনে ভয়ের সঞ্চার হয়।
আখেরাতের আয়াত পড়ার সময় আখেরাতের ভয়াবহ চিত্র মনে জাগরুক থাকা বাঞ্ছনীয়।আল্লাহর প্রসংসার আয়াত, নেয়ামতের শুকরিয়া আয়াত সালাতে একবার এর পরিবর্তে বার বার পড়া যেতে পারে।জান্নাতের আয়াত পড়ার সময় জান্নাত লাভের আকাঙ্খা মনে উদয় হওয়া উচিত।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

يَوْمِ ٱلدِّينِ	প্রতিদান; কোনো কিছুর জন্য পুরস্কৃত করা অথবা শাস্তি দেয়া। প্রতিদান/প্রতিফল দিবস	**The Day of Recompense**	সূরা ফাতিহা আয়াত নম্বর ৪; ১:৪
وَبِٱلْءَاخِرَةِ	আখেরাতের প্রতি পবিত্র কোরআনে اخِر শব্দটি ১৫৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে	**Of the Hereafter**	সূরা বাকারা আয়াত নম্বর ৪, ২:৪
وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ	কিয়ামতের দিন **قيمة** শব্দটি পবিত্র কোরআনে ৭০বার ব্যবহৃত হয়েছে মূল ق و م অর্থাৎ **To Stand Up.** দাঁড়ানো	**The day of Resurrection**	সূরা বাকারা আয়াত ৮৫; ২:৮৫
جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ	তুমি জমা করবে সকল মানুষকে সেদিন	**You will gather the people for a Day**	সূরা আলে ইমরান আয়াত নম্বর ৯; ৩:৯
ٱلسَّاعَةُ	কিয়ামত, ঘন্টা, সময়	**The Hour**	সূরা আল-আনা’আম আয়াত নম্বর ৩১; ৬:৩১
يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ	সেদিন সব মানুষকে জমা করা হবে	**Where mankind will be gathered together**	সূরা হুদ আয়াত নম্বর ১০৩, ১১:১০৩
يَوْمٌ مَّشْهُودٌ	সেটাই হবে উপস্থিতির দিন	**When all will be present**	সূরা হুদ আয়াত নম্বর ১০৩, ১১:১০৩
يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَٰلٌ	যে দিন কোনো বেচাকেনাও থাকবে না আর কোনো বন্ধুতও থাকবে না.	**A day comes in which there will no exchange nor any friendship**	সূরা ইব্রাহিম আয়াত নম্বর ৩১; ১৪:৩১

إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ	অবধারিত সময়টির (কিয়ামত) আগমন পর্যন্ত.	**Until the day of the time well-known**	সূরা আল হিজর আয়াত নম্বর ৩৮, ১৫:৩৮
يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ	দুঃখ ও অনুতাপের দিন.	**The day of regret**	সূরা মরিয়ম আয়াত নম্বর ৩৯; ১৯:৩৯
يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ	যে দিনটির আগমন কেউই রুখতে পারবে না	**There is no repelling of that day**	সূরা আর-রুম আয়াত নম্বর ৪৩; ৩০:৪৩
يَوْمُ ٱلْبَعْثِ	পুনরুত্থান দিবস.	**Day of resurrection**	সূরা আর-রুম আয়াত নম্বর ৫৬; ৩০:৫৬
يَوْمَ ٱلْفَتْحِ	ফয়সালার দিন.	**Day of Decision/Conquest**	সূরা আস-সাজদা আয়াত নম্বর ২৯; ৩২:২৯
يَوْمُ ٱلْفَصْلِ	ফয়সালার দিন.	**Day of Judgement**	সূরা আস-সাফফাত আয়াত নম্বর ২১; ৩৭:২১
يَوْمِ ٱلْحِسَابِ	বিচারের দিন	**Day of Account**	সূরা সোয়াদ আয়াত নম্বর ১৬; ৩৮:১৬
يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ	সাক্ষাতের দিন	**Day of Meeting**	সূরা গাফির আয়াত নম্বর ১৫; ৪০:১৫

يَوْمَ ٱلْءَازِفَةِ	আসন্ন দিন	**The Approching Day**	সূরা গাফির আয়াত নম্বর ১৮; ৪০:১৮
يَوْمَ ٱلتَّنَادِ	একে অপরকে ডাকতে থাকবে	**Day of Calling**	সূরা গাফির আয়াত নম্বর ৩২; ৪০:৩২
يَوْمَ ٱلْجَمْعِ	যে দিন সবাইকে (বিচারের জন্য) একত্র করা হইবে.	**Day of Assembly**	সূরা আশ-শূরা আয়াত নম্বর ৭; ৪২:৭
يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ	যে দিন সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়েছিল.	**The day (Carrying Out) the threat**	সূরা কাফ আয়াত নম্বর ২০; ৫০:২০
يَوْمُ ٱلْخُلُودِ	চিরন্তর জীবনের দিন	**Day of Elernity**	সূরা কাফ আয়াত নম্বর ৩৪; ৫০:৩৪
يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ	মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে আসার দিন	**Day of Emergence (from the graves)**	সূরা কাফ আয়াত নম্বর ৪২; ৫০:৪২
إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ	যখন ঘটনা (কিয়ামত) সংঘটিত হবে	**When the Occurence occurs**	সূরা ওয়াকিয়া আয়াত নম্বর ১, ৫৬:১
يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ	হার-জিতের দিন	**Day of mutual Loss and gain**	সূরা আত তাগাবুন আয়াত নম্বর ৯; ৬৪:৯
ٱلْحَآقَّةُ	অবশ্যই ঘটবে সে ঘটনা	**The Inevitable Reality**	সূরা আল হাক্কাহ আয়াত নম্বর ১; ৬৯:১

بِٱلْقَارِعَةِ	মহা দুর্ঘটনা	**Striking calamity**	সূরা আল হাক্কাহ আয়াত নম্বর ৪; ৬৯:৪
يَوْمٌ عَسِيرٌ	কঠিন দিন	**Difficult day**	সূরা আল মুদ্দাসসির আয়াত নম্বর ৯; ৭৪:৯
ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ	এই দিনটি এক মহাসত্য	**That is the True Day**	সূরা আন-নাবা আয়াত নম্বর ৩৯, ৭৮:৩৯
ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ	মহাবিপর্যয়	**Overwhelming Calamity**	সূরা আন নাযিয়াত আয়াত নম্বর ৩৪; ৭৯:৩৪
ٱلصَّآخَّةُ	মহাধ্বনি	**Deafening Blast**	সূরা আবাসা আয়াত নম্বর ৩৩; ৮০:৩৩
وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ	শপথ ওয়াদাকৃত দিনটির	**And (by) The promised Day**	সূরা আল বুরুজ আয়াত নম্বর ২; ৮৫:২
ٱلْغَٰشِيَةِ	আচ্ছন্নকারী দিবস	**Overwhelming (Event)**	সূরা আল-গাশিয়াহ আয়াত নম্বর ১; ৮৮:১

Click here http://www.morningbrightness.fi/

১. **<u>يَوْمِ ٱلدِّينِ</u>** প্রতিফল দিবস।

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

যিনি বিচার দিনের মালিক। (সূরা ফাতিহা ১:৪)

২. **<u>وَبِٱلْءَاخِرَةِ</u>** আখেরাত দিবস।

وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (সূরা বাকারা ২:৪)

৩. **<u>وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ</u>** কিয়ামতের দিন।

ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَٰرِهِمْ تَظَٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অতঃপর তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিস্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (সূরা বাকারা ২:৮৫)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৪. **جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ** নিশ্চয়ই তুমি জমা করবে সকল মানুষকে সেদিন।

رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ

হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবেঃ এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন না। (সূরা আলে ইমরান ৩:৯)

৫. **ٱلسَّاعَةُ** যখন সেই সময়টা (কিয়ামত) এসে পড়বে।

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا۟ يَٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ

নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি, যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবেঃ হায় আফসোস, এর ব্যাপারে আমরা কতই না ত্রুটি করেছি। তার স্বীয় বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করবে। শুনে রাখ, তারা যে বোঝা বহন করবে, তা নিকৃষ্টতর বোঝা। (সূরা আল-আনা'আম ৬:৩১)

৬. **يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ** একত্র জমায়েত করার দিন।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْءَاخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ

নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন প্রতিটি মানুষের জন্য যে আখেরাতের আযাবকে ভয় করে। উহা এমন একদিন, যে দিন সব মানুষেই সমবেত হবে, সেদিনটি যে হাযিরের দিন। (সূরা হুদ ১১:১০৩)

৭. **يَوْمٌ مَّشْهُودٌ** উপস্থিত হওয়ার দিন।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْءَاخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ

নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন প্রতিটি মানুষের জন্য যে আখেরাতের আযাবকে ভয় করে। উহা এমন একদিন, যে দিন সব মানুষেই সমবেত হবে, সেদিনটি যে হাযিরের দিন। (সূরা হুদ আয়াত ১১:১০৩)

৮. **يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَٰلٌ** যে দিন কোনো বেচাকেনা ও থাকবে না আর কোনো বন্ধুতাও থাকবে না।

قُل لِّعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَٰلٌ

আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা নামায কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা কেনা নেই এবং বন্ধুত্বও নেই। (সূরা ইব্রাহিম ১৪:৩১)

৯. (ইবলিশ শয়তান আল্লাহর কাছে মানুষকে গোমরাহ করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সময় চেয়েছিল) আল্লাহ সময় দিয়েছিলেন। **إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ** অবধারিত সময়টির (কিয়ামত) আগমন পর্যন্ত।

إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ

সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। (সূরা আল হিজর ১৫:৩৮)

১০. **يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ** দুঃখ ও অনুতাপের দিন।

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। (সূরা মরিয়াম ১৯:৩৯)

১১. **يَوْمٌ لَّامَرَدَّ لَهُۥ** যে দিনটির আগমন কেউই রাখতে পারবে না।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ

যে দিবস আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাহূত হবার নয়, সেই দিবসের পূর্বে আপনি সরল ধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন। সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা আর-রুম ৩০:৪৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

১২. **يَوْمُ ٱلْبَعْثِ** পুনরুত্থান দিবস।

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে আমরা আল্লাহর কিতাব মতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছি। এটাই পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা তা জানতে না। (সূরা আর-রুম ৩০:৫৬)

১৩. **يَوْمَ ٱلْفَتْحِ** ফয়সালার দিন।

قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِيمَٰنُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

বলুন, ফয়সালার দিনে কাফেরদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশ ও দেয়া হবে না। (সূরা আস-সাজদা ৩২:২৯)

১৪. **يَوْمُ ٱلْفَصْلِ** ফয়সালার দিন।

هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ

বলা হবে, এটাই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:২১)

১৫. **يَوْمِ ٱلْحِسَابِ** বিচারের দিন।

وَقَالُوا۟ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ

তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের প্রাপ্য অংশ হিসাব দিবসের আগেই দিয়ে দাও। (সূরা সোয়াদ ৩৮:১৬)

১৬. **يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ** সাক্ষাতের দিন।

رَفِيعُ ٱلدَّرَجَٰتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ

তিনিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তত্ত্বপূর্ণ বিষয়াদি নাযিল করেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে। (সূরা গাফির ৪০:১৫)

১৭. **يَوْمَ ٱلْـَٔازِفَةِ** আসন্ন দিন।

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْـَٔازِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَـٰظِمِينَ مَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কন্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্ঠদের জন্যে কোন বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে। (সূরা গাফির ৪০:১৮)

১৮. **يَوْمَ ٱلتَّنَادِ** একে অপরকে ডাকতে থাকবে।

وَيَـٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ

হে আমার কওম, আমি তোমাদের জন্যে প্রচন্ড হাঁক-ডাকের দিনের আশংকা করি। (সূরা গাফির ৪০:৩২)

১৯. **يَوْمَ ٱلْجَمْعِ** যে দিন সবাইকে (বিচারের জন্য) একত্র করা হবে।

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ

এমনি ভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা আশ-শূরা ৪২:৭)

২০. **يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ** যে দিন সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়েছিল।

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ

এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। (সূরা কাফ ৫০:২০)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

২১. **يَوْمُ ٱلْخُلُودِ** চিরন্তন জীবনের দিন।

ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ

তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন। (সূরা কাফ ৫০:৩৪)

২২. **يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ** মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে আসার দিন।

يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ

যেদিন মানুষ নিশ্চিত সেই ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পাবে, সেদিনই পুনরত্থান দিবস। (সূরা কাফ ৫০:৪২)

২৩. **إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ** যখন ঘটনা (কিয়ামত) সংঘটিত হবে।

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ

যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, (সূরা ওয়াকিয়া ৫৬:১)

২৪. **يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ** হার-জিতের দিন।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

সেদিন অর্থাৎ, সমাবেশের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এ দিন হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যার তলদেশে নির্ঝরিনীসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য। (সূরা আত তাগাবুন ৬৪:৯)

২৫. **ٱلْحَآقَّةُ** অবশ্যই ঘটবে সে ঘটনা।

ٱلْحَآقَّةُ

সুনিশ্চিত বিষয়। (সূরা আল হাক্কাহ ৬৯:১)

২৬. **بِٱلْقَارِعَةِ** মহা দুর্ঘটনা।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌۢ بِٱلْقَارِعَةِ

আদ ও সামুদ গোত্র মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিল। (সূরা আল হাক্কাহ ৬৯:৪)

২৭. **يَوْمٌ عَسِيرٌ** কঠিন দিন।

فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ

সেদিন হবে কঠিন দিন, (সূরা আল মুদ্দাসসির ৭৪:৯)

২৮. **ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ** এই দিনটি মহাসত্য।

ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا

এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক।

(সূরা আন নাবা ৭৮:৩৯)

২৯. **ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ** মহাবিপর্যয়।

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ

অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে। (সূরা আন নাযিয়াত ৭৯:৩৪)

৩০. **ٱلصَّآخَّةُ** মহাধ্বনি।

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ

অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, (সূরা আবাসা ৮০:৩৩)

৩১. **وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ** শপথ ওয়াদাকৃত দিনটির।

وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ

এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, (সূরা আল বুরুজ ৮৫:২)

৩২. **ٱلْغَٰشِيَةِ** আচ্ছন্নকারী দিবস।

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ

আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? (সূরা আল-গশিয়াহ ৮৮:১)

পবিত্র কোরআনে মূলত: তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের আলোচনা বেশি বেশি এসেছে এবং তিনটি বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে আখেরাত সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে পবিত্র কোরআনে। আখেরাতের ভয়াবহতা, আখেরাতের চিত্র, আখেরাতে মানুষের আহাজারি ইত্যাদি। আখেরাতের ভয় ও জান্নাত লাভের আশা নিয়েই এ সমস্ত আয়াতগুলো বারবার তেলাওয়াত করা উচিত। সর্বদা এগুলি মনে জাগরুক থাকাই মুমিনের লক্ষণ।

আসুন, আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নিজেদের আমল গুলো সহিহ করে নেই। শুনে শুনে মুসলমান হয়ে আমল করার পরিবর্তে নিজে ভালোভাবে পড়ে হৃদয়ঙ্গম করে আমল করা উত্তম। কারণ কুরআন প্রথম আয়াত নাযিল হয়েছে "পড়ো"।

আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন সহিহ তেলাওয়াত করার, অর্থ বুঝার এবং মনে অর্থগুলো ধারণ করার তৌফিক দান করুন। এবং সে মোতাবেক আমল করে জান্নাত লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/